দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG 30 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৮ .....

চিতলমারী-মোল্লাহাটে স্কুল-কলেজে ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার শিক্ষার নামে চলছে প্রহসন

॥ চিতলমারী (বাগেরহাট) থেকে সংবাদদাতা ॥

চিতলমারী-মোল্লাহাটে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঐচ্ছিক বিষয় কম্পিউটার শিক্ষা নিয়ে চলছে প্রহসন। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার সম্পর্কে বাস্তব কোন শিক্ষা তো দূরের কথা অনেকে কম্পিউটার চেনে না। এখানে ৭টি কলেজ ও ৬২টি স্কুল-মাদ্রাসায় কম্পিউটার চালু রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগে সঠিক নিয়ম না মানা শিক্ষকদের অনভিজ্ঞতার কারণে পাঠ দানে ব্যর্থতা বিদ্যুৎ সংযোগ ও প্রয়োজনীয় কম্পিউটার না থাকার কারণে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে বাস্তব কোন জ্ঞান পাচ্ছে না ছাত্র-ছাত্রীরা। কালশিরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সম্মিলন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাবুয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খাসেরহাট বালিকা বিদ্যালয়, মাদ্রাসাসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ফলে কম্পিউটার চালানো সম্ভব নয়। অথচ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন-ভাতা পাচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও বিদ্যুৎ না থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীদের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠান প্রধানের বাড়িতে ব্যক্তিগত কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করেন।

কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় ৪০ নম্বর এবং এইচএসসি পরীক্ষায় ৮০ নম্বরের ব্যবহারিক বিষয়ে কোন পাঠ দান করা হয় না। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী দুই বছরে কম্পিউটার শিক্ষা কোর্সে একবারও কম্পিউটার ব্যবহার করার সুযোগ পায় না। এদিকে ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রতি প্রশিক্ষণার্থীকে কম্পিউটারে দুটি প্রজেক্ট তৈরি করে ফ্লপি ডিস্কে পরীক্ষকের কাছে জমা দিতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকের এ প্রজেক্ট সম্পর্কে কোন ধারণা নেই বলে অভিযোগ রয়েছে।

কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত নীতিমালা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। মন্ত্রণালয়ের নিয়মানুযায়ী যাদের গণিত, পদার্থ, পরিসংখ্যান, অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা যে কোন একটি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী রয়েছে। কেবল তাদেরই কলেজ পর্যায়ে এবং বিজ্ঞানে যেকোন ডিগ্রীধারী যদি কম্পিউটারে প্রয়োজনীয় ডিগ্রী লাভ করেন তবে তাদের মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক হিসাবে তারা নিয়োগ পেতে পারেন। কিন্তু চিতলমারী-মোল্লাহাট উপজেলায় অধিকাংশ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সে নিয়ম মানা হচ্ছে না। অনিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার পরেও এসব শিক্ষক সরকারি ভাতা পাচ্ছেন নিয়মিত।